দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

সংগ্রাম কমিটি আজ হরতাল ডেকেছে

মাগুরায় পুলিশ বিডিআর টহলঃ ছাত্র মিছিল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

যশোর, ৪ঠা এপ্রিল।—আজ মাগুরায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও পরিস্থিতি এখনো উত্তেজনাকর। শহরে সমস্ত দোকান পাট বন্ধ এবং সারা দিন মোড়ে মোড়ে ছাত্র-জনতার জটলা ও মিছিল অব্যাহত ছিল।

পুলিশ এবং বিডিআর-এর জোর টহলও চলে সারাদিন। নিহত ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ও দিলীপের লাশ ময়না তদন্তের পর তাদের নিজ গ্রামে যথাক্রমে সদর উপজেলার আঠারোখাদা ও নিজদাশমালি গ্রামে পাঠানো হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি ৭ দফা দাবী ঘোষণা করে আগামী সাত দিনের মধ্যে দাবী মেনে নেয়ার আহবান জানিয়েছে। তারা আগামীকাল পূর্ণ-দিবস হরতাল, কালো পতাকা উত্তোলন ও শহরের চৌরাস্তায় একটি শোকসভা আহবান করেছে।

আজ সকালে মাগুরা গিয়ে দেখতে পাই গতকালের ছাত্র-জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষের স্বাক্ষর সর্বত্র। এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র

গুলিতে নিহত কলেজছাত্র দেবেন্দ্রনাথ —দৈনিক বাংলা

মাগুরা একাডেমীর সামনে সিভিল সার্জনের দফতর এবং হাসপাতালের ধারে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মোহাম্মদপুর উপ-জেলা পরিষদের জীপ গাড়িগুলো। স্থানীয় বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ ফাঁড়িটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। উৎসাহী কিশোররা আধপোড়া রেকর্ড পত্র কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি সাইকেল ও মোটর সাইকেলও পাশে পোড়া অবস্থায় পড়ে আছে।

মাগুরা প্রেস ক্লাবে আলাপ হলো সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

ছাত্র মিছিল

তারিখ 05 APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

(১ম পৃঃ পর)

আহবায়ক স্থানীয় বারের সভাপতি এডভোকেট রফিকুল আকবর ও স্থানীয় ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে। তারা পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্রদের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন গুলি ছোড়ার আগে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার। লাঠিচার্জ কিংবা কোনো সতর্কবাণী উচচারণ করেনি তারা আরো দাবী করেন যে মাগুরা একাডেমীতে যুবক ও ছাত্ররা নকল দিতে যায়নি। তারা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

স্থানীয় রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী সহ সর্বস্তরের জনগণ সংগ্রাম কমিটির এই বক্তব্য সমর্থন করেন। তারা আরো বলেন, ইট-পাটকেল নিক্ষেপের সময় পুলিশ লাইনের কনস্টেবলরা লুঙ্গি পরা অবস্থায় রাইফেল নিয়ে ছাত্রদের দিকে গুলি ছোড়ে। তারা আরও অভিযোগ করেন পুলিশ এসপিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এবং তালাবন্ধ ম্যাগাজিন থেকে অস্ত্র নেয়ার চেষ্টা করে। তাদের দাবী মতে পুলিশ প্রায় দেড়শ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এখানেই দেবেন্দ্রনাথ নিহত হয়। পরে তার লাশ নিয়ে মিছিল করার সময় বিকেলে জেলা প্রশাসকের বাসভবনের কাছে মিছিলের ওপর গুলি চালালে দিলীপ মারাত্মক আহত হয়। কিন্তু এক ঘন্টা সে ঘটনাস্থলে পড়ে থাকলেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি।

সংগ্রাম কমিটি তাদের যে ৭ দফা দাবী ঘোষণা করেছে তার মধ্যে রয়েছে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অবিলম্বে বদলী করতে হবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করতে হবে, নিহত ও আহতদের ক্ষতি পূরণ করতে হবে ইত্যাদি।

গতকাল গভীর রাতে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার ও পুলিশের ডিআইজি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাদের দাবীর মুখে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কর্মকর্তারা দোষী ব্যক্তিদের বিচার অনুষ্ঠান ও তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিকে পেটে গুলিবিদ্ধ ওলিয়র রহমানের অবস্থা এখনও অপরিবর্তিত। অপর গুলিবিদ্ধ যুবক সবুর হোসেনের অবস্থা উন্নতির দিকে।

প্রশাসনের জনৈক কর্মকর্তা বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক একটি এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

ঘটনায় জড়িত জনাপনের পুলিশ ও আর আর এস সদস্যকে ক্লোজ ... বিরুদ্ধে

জানা গেছে নিহত দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং দরিদ্র বর্গাচাষী পিতার একমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সন্তান। নিহত দিলীপ এক ছোট্ট লন্ড্রী মালিকের ছেলে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মাগুরায় পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার বিচার এবং নিহত ও আহত ছাত্রদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

গতকাল পরিষদের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পতাকাবাহী—ছাত্র সমাজের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের ছোটখাট সমস্যা নিয়ে গোলযোগ কিংবা বিশৃংখলা সৃষ্টির কোন প্রশ্নই উঠে না। কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ছোটখাট সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে ছাত্রদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। ছাত্রসমাজকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই এই ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।